মেহেরপুরে চতুর্থ দফার ডাকা অবরোধে মাঠে ছিল না কেউ, কর্মসূচি ছিল ভার্চুয়াল

বিএনপির ও সমমনা দলগুলোর ডাকা চতুর্থ দফা অবরোধে মেহেরপুর জেলাতে মাঠে ছিলো না বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা। আাবার অবরোধ প্রতিরোধে আওয়ামী লীগেরও তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না ।

রবি ও সোমবার জেলার কোথাও অবরোধের সমর্থনে কোনও নেতাকর্মীকে মিছিল বা সমাবেশ করতে দেখা যায়নি। উপরন্তু রবিবার রাতে গাংনীর জনশুন্য রাস্তায় যুবদলের ব্যানারে একটি মশাল মিছিল করে ও একটি টায়ারে আগুন দিয়ে নিজেরাই সেই কর্মকাণ্ডের ভিডিও ধারণ করে স্থান ও অংশনেওয়া নেতাকর্মীদের নাম গোপন করে ভিডিও চিত্র সাংবাদিকদের কাছে পাঠিয়ে ভার্চুয়াল অবরোধ কর্মসূচি পালনের তকমা পেয়েছেন।

অবরোধের কারণে রবিবার ও সোমবার মেহেরপুর – চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর – কুষ্টিয়া সড়কে বাস চলাচল করনি। তবে আন্তঃজেলা সড়কগুলোতে এবং অভ্যন্তরীণ সড়কে পর্যাপ্ত ইজিবাইক, নসিমন, রিকশাসহ ছোট যান চলাচল করছে। শহরের দোকানপাট-শপিংমল খুলেছে স্বাভাবিক দিনের মতো।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন বলেন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যেভাবে ঘিরে রয়েছে কোন প্রোগ্রাম করার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আমার বাড়ি, অফিসসহ বিভিন্ন স্থানের সাদা পোশাকে পুলিশ, র্যাব এমন লাগানো হয়েছে যাতে আমরা যেন কিছু না করতে পারি। তিনি আরো বলেন, দিন এমন থাকবে। যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য বেড়েছে জনগণই এ সরকারের পতন নিয়ে আসবে একদিন ।

এদিকে, অবরোধে প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলাতে ও জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন দেখা যায়নি আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সংগঠনগুলিকে।

তবে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন এলাকা ও সড়কের মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের টহল দিতে দেখা গেছে।

ফের রগ কাটার রাজনীতি: যুবলীগ নেতাকে হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা

বিএনপি ও জামায়াত-শিবির আবারও রগ কাটার রাজনীতি শুরু করেছে। গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে যুবলীগ নেতার হাত-পায়ের রগ কেটে হত্যা করেছে তারা। এসময় আরেকজনকে আহত করা হয়। এই সুন্দরগঞ্জে ২০১৩ সালে জামায়াত নেতা সাঈদীর ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে তাণ্ডব চালিয়েছিল তারা। ওই সময় চার পুলিশ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসীরা।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সুন্দরগঞ্জ উপজেলার সোনারায় ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম এক সঙ্গীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে তারা বামনডাঙ্গা- সুন্দরগঞ্জ সড়কের শাখামারা ব্রিজ এলাকায় তার উপর হামলার শিকার হন। প্রথম ৭-৮ জন হঠাৎ রশি টেনে মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে জাহিদুলের দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দেয় এবং মাথাসহ শরীরে একাধিক কোপ দেয়। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করা হয় তার সঙ্গে থাকা কবিরকে। পরে স্থানীয় লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। এরপর জাহিদুলকে দ্রুত রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে রাত পৌনে ৩টার দিকে মারা যান তিনি।

সুন্দরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আশরাফুল আলম সরকার লেবু বলেন, ‘ঘটনাটি পরিকল্পিত। হামলার সময় জাহিদুল কয়েকজনকে চিনতে পেরেছিলেন। এদের মধ্যে মুছা, সামু, ইমতিয়াজ ও খাদেমুল জামায়াত, শিবির ও বিএনপি কর্মী। অন্য হামলাকারীরা জামায়াত-শিবিরের কর্মী।’

সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি কে এম আজমিরুজ্জামান বলেন, ‘গুরুতর আহত অবস্থায় জাহিদুলকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন তিনি হামলাকারী কয়েকজনের নাম বলেছেন। এরমধ্যে মুছা, সামু, ইমতিয়াজ ও খাদেমুল

জামায়াত-শিবির কর্মী। তাদের ধরা গেলে অন্য হামলাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।’

২০১৩ সালে ২৮ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধে জামায়াত নেতা দেলওয়ার হোসেন সাঈদীর ফাঁসির আদেশের পর সুন্দরগঞ্জে জামায়াত-বিএনপির নেতা-কর্মীরা তাণ্ডব চালায়। দফায়-দফায় হামলা, অগ্নিকাণ্ড আর লুটপাট চালানো হয় বামডাঙ্গা রেল স্টেশন, আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়, মুক্তিযোদ্ধা কার্যালয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে। এক পর্যায়ে কুপিয়ে হত্যা করা পুলিশ সদস্য তোজাম্মেল হক, নজিম উদ্দিন, বাবলু মিয়া ও হযরত আলীকে।

আশির দশকের গোড়ার দিকে রগ কাটার সন্ত্রাস শুরু করেছিল জামায়াত-শিবির। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য মতের ছাত্র নেতাদের হাত-পায়ের রগ কাটা, গান পাউডার ব্যবহার করে পুড়িয়ে মারা এবং খুনের পর ম্যানহোলে লাশ ফেলে দিতো শিবির। পরবর্তীতে তারা সারাদেশে এই অপকর্ম চালিয়েছে।

বাড়ীবাকায় আওয়ামী লীগের খোলসে নির্মাণ হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের কার্যালয়!

মেহেরপুর জেলা পরিষদের জায়গা দখল করে নির্মাণ করা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কার্যালয়। আওয়ামী লীগ কার্যালয় নির্মাণের কথা বলা হলেও অভিযোগ উঠেছে নির্মাণকারীদের কয়েকজন বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির সাথে জড়িত। আর এ অভিযোগ করেছে খোদ জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়রা।

ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের বাড়ীবাকায়। যেখানে ইট-বালি দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রাজনৈতিক কার্যালয় ওই স্থানেই ছিলো পাঠাগার। পাঠাগার সংস্কারের কথাও বলা হচ্ছে কখনও। তবে অভিযোগ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ব্যানারে কিছু বিএনপি-জামায়াত নেতা মুলত জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করছে। জেলা

পরিষদ থেকে দুইবার নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হলেও স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ের কিছু নেতার ইন্ধনে পুরোদমে চলছে নির্মাণ কাজ। আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে সরেজমিনে দেখা গেছে, বুড়িপোতা-বাড়িবাকা সীমান্তের প্রধান সড়কের পাশে ইটের ভিত্তির পাকা ঘরের কাঠামো বানানো হচ্ছে, শুধু ছাদ ঢালাই বাকী আছে। পাশে বাঁশ দিয়ে বানানো খুঁটিতে একটি সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। সেখানে লেখা আছে, ‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ৯ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কার্যালয়। একই স্থানে পূর্বে থাকা পাঠাগারের সরঞ্জাম কোথায় তার কোন হদিস নাই।

স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন কিছু বিএনপি জামায়াতের নেতাকর্মীরা দল পাল্টে নব্য আওয়ামী লীগ সেজেছেন। পাঠাগার ভেঙে আওয়ামী লীগ কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। তারা অশংকা প্রকাশ করেন ভবিষ্যতে এটা জামায়াতের কার্যালয়ে পরিণত হতে পারে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক গ্রামবাসী জানান, রাজনৈতিক কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোক্তা একই গ্রামের রেজা, ইদ্রিস আলী, আলম হোসেন, ইমরান হোসেন ও আকাশ রাজনৈতিকভাবে জামায়াত কর্মী হিসেবে পরিচিত। অপর উদ্যোক্তা আজিজুল একজন বিএনপি নেতা।

স্থানীয় অধিবাসী মোখলেসুর রহমান মুকুল বলেন, ‘টিনের ঘর ভেঙে এখন পাকা ঘর করা হচ্ছে, জায়গাটি খাস বা জেলা পরিষদের কিনা সেটা আমরা অবগত নয়। তবে আপনাদের বাঁধায় ঘরের কাজ বন্ধ হলে বা ঘর ভেঙে দিলেও জায়গাটি পড়ে থাকবে না। কিছুদিনের মধ্যে কেউ না কেউ ঠিকই দখল করে নেবে। ‘

বুড়িপোতা ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শাজাহান বলেন, এখানে একটি টিনশেডের ঘর ছিল, আমরা ওঠাবসা করতাম। পাকা করার উদ্যোগ নিলে জেলা পরিষদ থেকে কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিছুদিন আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন এখানে স্কুলের বিল্ডিং উদ্বোধন করতে আসলে আমরা তাদেরকে জানায়। ইব্রাহিম শাহিন মৌখিকভাবে আমাদের কাজ করার নির্দেশ দেন। তবে এটা সত্য জেলা পরিষদ আমাদেরকে এখানে ঘর করার অনুমতি দেয়নি। ‘

বুড়িপাতে ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লিটন বলেন, ‘এখানে কোন অনুমতি নেই জোর করে কাজ করা হচ্ছে। গতকাল জেলা

পরিষদ থেকে আমাকে জানানোর পর আমি ওখানে গিয়েছিলাম কিন্তু কাউকে পাইনি। আগে এই জায়গায় একটি লাইব্রেরী ছিল সেটা ভেঙে এখন পার্টি অফিস করা হচ্ছে।’

পাঠাগার ভেঙে রাজনৈতিক কার্যালয় তৈরির একজন উদ্যোক্তা রেজা বলেন, ‘এটা হচ্ছে মূলত আওয়ামী লীগের কার্যালয়, আমাদের বাড়ি বাঁকাতে আওয়ামী লীগের বসার কোন জায়গা নেই, তাই এখানে আওয়ামী লীগের অফিস করা হচ্ছে। আগে এখানে টিনশটের একটি ঘর ছিল তবে এখানে আওয়ামী লীগের ছেলেরাই ওঠাবসা করত। আর আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি করার জন্য জেলা পরিষদের কোন অনুমতির দরকার নেই। জায়গা জেলা পরিষদের এটা ঠিক আছে, এখনো আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আছে, এখানে আওয়ামী লীগের একটি অফিস বানানো হচ্ছে।

রেজা আরও বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আমাদের ঘর করার জন্য দুই বান টিন দিতে লিখিত আদেশ দিয়েছেন, তবে উপজেলা থেকে আমাদেরকে এক বান টিন দেয়া হয়েছে। এখানে যে আওয়ামী লীগের অফিস তৈরি হচ্ছে তা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক ইব্রাহিম শাহিন ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরী সকলেই জানেন ।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সাথে যোগাযোগের জন্য ফোন করা হলে তিনি ফোন কেটে দেন।

মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মুহা. আব্দুস সালাম বলেন, ‘আওয়ামী লীগের সাইনবোর্ড ব্যবহার করে মূলত জামাতের অফিস তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়ে দুইবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে আসার পরেও কিছু নেতার ইন্ধনে কাজ চলছে। আওয়ামী লীগের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেতা এর পেছনে আছেন। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আইনি ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছি।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে ঝিনাইদহে উপকারভোগীদের সমাবেশ

ঝিনাইদহে সরকারী উপকারভোগীদের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বিকেলে শহরের ওয়াজির আলী হাই স্কুল মাঠে এ সমাবেশের আয়োজন করে সদর উপজেলা প্রশাসন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহজীব আলম সিদ্দিকী সমি।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন হরিনাকুন্ডু উপজেলার চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হুসাইন, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলম হিরণ, সদর উপজেলার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রাশিদুর রহমান রাসেল, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী রওশন আলী, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক রাজু আহমেদ, সদর উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক শাহ মোঃ ইব্রাহিম খলিল রাজা, সদর এমপির পিএস রোকনুজ্জামান রিপন, সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খুরশিদ আলম মিয়াসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগের সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ইউপি চেয়ারম্যানগণ ও উপকারভোগীরা।

প্রধান অতিথি বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, নারী ও শিশুদের উন্নয়ন ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের দক্ষতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের গৃহীত নানাবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০ হাজার উপকারভোগী জনসাধারনের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সকলকে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করার আহবান জানান।

দর্শনায় যুবলীগের প্রতিষ্টাবার্ষিকী পালিত

দর্শনায় যুবলীগের ৫১ তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী পালিত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলা ও দর্শনা পৌর যুবলীগের উদ্দগ্যে ৫১ তম প্রতিষ্টা বার্ষীকি পালিত হয়।

গতকাল শনিবার রাত ৯ টার দিকে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে কেক কেটে অনুষ্টানের শুভ উদ্ধোধন করেন,দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু,আওয়ামীলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন,আজাদ হোসেন,দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট,যুগ্ন সম্পাদক মান্নান খান,দর্শনা পৌর যুবলীগের সহ সভাপতি মামুন শাহ,আশরাফুল আলম।

কখনো যুবলীগের নেতাকর্মীরা রাজপথ ছাড়েনি ও আদর্শচ্যুত হয়নি-নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গায় নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১১ নভেম্বর) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। জাতীয় সংগীতের তালে তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার এবং দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুগ্ম আহ্বায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসু। এরপর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির প্রতিকৃতিতে নঈম হাসান

জোয়ার্দ্দারের নেতৃত্বে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। পরে সন্ধ্যায় দলীয় কার্যালয়ে কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। এরপর সেখানে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে বেলা সাড়ে ৩টায় জেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে আনন্দ র্যালি ও উন্নয়ন শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। র্যালি ও শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূর্বের স্থানে এসে শেষ হয়। র্যালি চলাকালে নেতাকর্মীরা বাজি ফুটিয়ে ও নেচে গেয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে । তবে এবারের র্যালি ও শোভাযাত্রাটি পূর্বের রেকর্ড ভেঙে হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

এসমস্ত কর্মসূচিতে জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা চড়াই—উৎরাই, ঘাত—প্রতিঘাত কোন কিছুই ব্যহত করতে পারেনি যুবলীগের অগ্রযাত্রা। চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের নেতাকর্মীরা একটি দিনের জন্যও রাজপথ ছেড়ে যায়নি এবং আদর্শচ্যুত হয়নি। যা তাদেরকে এ অঞ্চলের সাধারণ জনগণের আস্থার জায়গা হিসেবে পরিণত করেছে। শুধু চুয়াডাঙ্গা জেলা নয়, আজ সারা দেশের প্রগতিশীল যুব সমাজের আস্থার ঠিকানা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন- আপনাদের সকলের ভালোবাসা, লড়াই—সংগ্রামে যুবলীগ বর্তমানে দেশের সর্ববৃহৎ যুব সংগঠনে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে যুব নেতা শেখ ফজলুল হক মনি এ যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ফজলুর হক মনি ছিলেন যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে দেশের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য নিয়ে যুবলীগকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই যুবলীগ সেই লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সামসুদ্দোজা মল্লিক হাসুর সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সাজেদুল ইসলাম লাবলু, আজাদ আলী,

হাফিজুর রহমান হাপু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পীরু মিয়া, শেখ সাহি, হাসানুল ইসলাম পলেন, বিপুল জোয়ার্দ্দার, টিটু,জুয়েল জোয়ার্দ্দার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কাউন্সিলর কামরুজ্জামান চাদঁ, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আল ইমরান শুভ, সৈকত, সুইট, রাসেল, খালিদ, দিপু, লুকমান, টুটুল, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক আনোয়ার হোসেন সোনাহার মন্ডল, সদস্য সালাউদ্দিন মন্ডল, আলমডাঙ্গা পৌর যুবলীগের আহবায়ক আসাদুল হক ডিটু, যুবলীগ নেতা আনিস, রাইহান, রনি, সজিব, বুলবুল, শিমুল।

চুয়াডাঙ্গা পৌর যুবলীগের ৩ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রানা, সাধারন সম্পাদক খানজাহান, ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলীম, সাধারণ সম্পাদক মিঠুন, সাংগঠনিক সম্পাদক জুয়েল, ৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আসাদ, সাধারন সম্পাদক বিপ্লব, মোমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল মোমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক ছোটু, আলুকদিয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা শান্তি, মানোয়ার শেখ ও আসমাউল, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বনফুল, সাধারন সম্পাদক জান্টু ও বিপ্লব, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মাসুম, সাধারন সম্পাদক রফিকুল, শংকরচন্দ্র ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সেলিম, সাধারন সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, মাফুজ, মমিন, জিসান, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ফিরোজ, জাকির। আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মামুন, সাধারন সম্পাদক জাফর, কুমারি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোজাম্মেল, বাড়াদি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি শরিফ হোসেন, সাধারন সম্পাদক সেতু ও আশিকুর রহমান, খাদিমপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক কামাল

হোসেন ও আনারুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোখলেছুর রহমান শিলন, যুগ্ন আহবায়ক হারুন অর রশিদ বকুল, ডাউকি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আরিফুল, রকি বিশ্বাস, জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আবু মুছা, নাগদহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি প্রফেসর আবুল হাসনাত, খাসকররা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারন সম্পাদক জিয়াউর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ন আহবায়ক এস এম মহসীন, স্বপন মালিতা, চিতলা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা টিটু, গাংনী ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা বজলুর রহমান, সাধারন সম্পাদক সাঈদ ও রনি, হারদি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা রাসেল, পান্না, সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।

মেহেরপুরে যুবলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত ও আনন্দ র্যালি

কেন্দ্রিয় কর্মসূচী অনুযায়ী সারা দেশের ন্যায় মেহেরপুরে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭ টায় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন ও যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানের উদ্যোগে আনন্দ র্যালি, অবরোধ বিরোধী মিছিল, সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও কেক কাটার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

আনন্দ র্যালিটি জেলা যুবলীগের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একপর্যায়ে অবরোধ বিরোধী মিছিলে পরিণত হয়। অবরোধ বিরোধী মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে যেয়ে শেষ হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রেজা, সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক

আল মামুন, শহর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুজ্জামান সুইট, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুগ্ম সম্পাদক জুয়েল রানা, জেলা ছাত্রলীগী সহ-সভাপতি শোভন সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানাসহ জেলা যুবলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে জেলা যুবলীগ কার্যালয় কেক কাটার মাধ্যমে ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের অহবায়ক শহীদুল ইসলাম পেরেশন বলেন,’যুবলীগের হয়ে যে সকল নেতাকর্মী রাজপথ কাপায় তাদের সকলকে যুবলীগের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। যারা হরতাল অবরোধ রাখে তারা যুবলীগের ভয়ে গান গাই পালা যুবলীগ আসছে, যুবলীগে আসছে। তারই প্রমাণ গত দফার অবরোধে মেহেরপুরের কিছু বিএনপি নেতাকর্মী মেহেরপুর শহর ছেড়ে রিক্সা ও ভ্যান ভাড়া করে ইছাখালির মাঠে যেয়ে অবরোধের মিছিল করেছিল।’

মেহেরপুরের পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন,’ ১৯৭২ সালে আজকের এই দিনে বঙ্গবন্ধুর আহবনে শেখ ফজলুল হক মনির যুবলীগ গঠিত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ এশিয়া মহাদেশে একটি বৃহত্তর সংগঠনের রূপ ধারণ করেছে। যুবলীগ আজ মানুষের আস্থার সংগঠনে পরিচিত হয়েছে। ওয়ান ইলেভেন এর সময় যখন যখন শেখ হাসিনাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয় তখনো যুবলীগের নেতাকর্মীরা রাজপথে রক্ত দিয়ে শেখ হাসিনাকে কারা মুক্ত করেছিল। আজকে মেহেরপুরে অনেকেই আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করছে। কিন্তু দলের জন্য ঘামঝরা প্রোগ্রাম একমাত্র যারা যুবলীগ থেকে ছাত্র রাজনীতি করে আওয়ামী লীগে এসেছে তারাই করে থাকে। হরতাল ও অবরোধকারীরা যদি কোন নাশকতার চেষ্টা করে মেহেরপুরের যুবলীগের কর্মীরা প্রতিটি ওয়ার্ডে ইউনিয়নে তাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে।

আলমডাঙ্গায় দ্বাদশ সংসদ

নির্বাচন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গায় আসন্ন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে মাঠ পর্যায়ে কর্মীসভা করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টায় উপজেলা আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন এমপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দেশে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। আগামী ২০৪১ সালে বাংলাদেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ এবং স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত হবে।

তিনি আরো বলেন, ডিজিটাল বাংলার রূপকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি সফলও হবেন। কারণ তিনি হচ্ছেন উন্নয়নের জাদুকর ও মানবতার মা। তাঁর হাত ধরেই এদেশ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে মধ্যয়ের দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। আগামী দিনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা মনে করি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু প্রত্যাশা নয়, যে কোনো মূল্যে আগামী নির্বাচনকে সকল দলকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে নিশ্চিত করতে হবে। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দলকে সাংগঠনিকভাবে মজবুত ও শক্তিশালী করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোনো কুচক্রি মহল আর যেন দলের কোন ক্ষতি করতে না পারে।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সি আলমঙ্গীর হান্নান, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সাবেক

উপজেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী অরুন, পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, পৌর আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু সাইদ পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, হারদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আশিকুজ্জামান ওল্টু, বাড়াদি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মকবুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, জেহালা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান হান্নান মাস্টার, বেলগাছি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি খবির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, (উৎপল,) ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক জিনারুল ইসলাম, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল জোয়াদ্দার, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সালমুন আহম্মেদ ডন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, যুবলীগ নেতা সৈকত খান, ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল হক, বাদশা,অটল প্রমূখ।

বিএনপিকে চোখের চিকিৎসা নিতে পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, ‘আমি জানি, আমাদের বিরোধী দল (বিএনপি) উন্নয়নটা চোখে দেখে না। এদের আর বলার কিছু নেই, চোখ থাকতে যারা অন্ধ তাদেরকে আর কী বলবো? তাদেরকে একটা পরামর্শ দিতে পারি, আমি কিন্তু ঢাকায় একটা আধুনিক আই ইনস্টিটিউট করেছি, চোখ থাকতে যারা অন্ধ তারা সেখানে গিয়ে চোখটা দেখাতে পারে। মাত্র ১০ টাকা লাগে, বেশি লাগে না।’

আজ শনিবার (১১ নভেম্বর) কক্সবাজার রেলওয়ে স্টেশনে দোহাজারী থেকে কক্সবাজার রেলপথ প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, ‘বাংলাদেশ গত ১৫ বছরে বদলে গেছে। আওয়ামী লীগ প্রথমবার যখন সরকারে আসে, আমরা অনেকগুলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে

নিই। বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াই, স্বাক্ষরতার হার বাড়াই। রেল, রাস্তাঘাট, স্কুল-মাদ্রাসা সবকিছুরই কিন্তু উন্নয়ন করেছিলাম। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ, এর সঙ্গে রেলপথ করে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন হয়। রেলকে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি, কারণ সাধারণ মানুষ অল্প খরচে যাতায়াত করতে পারে।’

তিনি বলেন, ‘পাঁচ বছর মাত্র ক্ষমতায় ছিলাম। ২০০১-এ শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করি। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি গ্যাস বিক্রির করতে রাজি না হওয়ায় আমাকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া হয়নি- একটা চক্রান্ত করে। তাতে আমার কোনও আফসোস নেই। কারণ আমি বঙ্গবন্ধুর মেয়ে, ক্ষমতার লোভে দেশের সম্পদ কারও হাতে তুলে দিতে রাজি না।’

উল্লেখ্য, ১১ নভেম্বর দোহাজারি-কক্সবাজার রেলপথ উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে নেটওয়ার্কের ৪৮তম জেলা হিসেবে যুক্ত হয়েছে কক্সবাজার। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতের নগরী কক্সবাজারে এতদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সড়ক ও বিমান পথে পর্যটকদের আসার সুযোগ থাকলেও এখন যুক্ত হলো নতুন এক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দিতে চায় – জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন বলেছেন, ‘নির্বাচনের রোড ম্যাপ হয়েছে গেছে। আমরা নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। আজকে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষ নৌকায় ভোট দিতে চায়। কোন ষড়যন্ত্র নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ শান্তির জনপদে পরিনত হয়েছে। কেউ যদি সেই শান্তি নষ্ট করতে চাই তাহলে জনগন তাদের প্রতিহত করবে।’

শনিবার বিকালে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে উন্নয়ন ও শান্তি সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের ছোয়া লাগেনি। বাংলাদেশ এখন মেট্রোরেলের দেশ, বাংলাদেশ এখন কর্ণফুলী টানেলের দেশ, বাংলাদেশ এখন পদ্মা সেতুর দেশ, বাংলাদেশ এখন পরমানু বিদ্যুৎতের দেশ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিনত হয়েছে বাংলাদেশ। যাদের ঘর নেই, তাদের ঘর দিয়েছেন শেখ হাসিনা, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছেন, ডানে বামে সামনে পিছনে সব খানেই শুধু উন্নয়ন আর উন্নয়ন। আপনারা ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন বলেই দেশে এতো উন্নয়ন। সামনে আরও পরিকল্পনা আছে। তাই উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম ,সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন আহম্মেদ , দারিয়াপুর ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম রবি,আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন,মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন,বাগোয়ান ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহ জামান চৌধুরি, কুতুবপুর ইউপি চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, শ্যামপুর ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান,জেলা সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধঁন।

সমাবেশে কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আবদুল হালিম, জহুরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডল, জেলা আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরন, কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারন সম্পাদক কুতুব উদ্দিনসহ আওয়ামী লীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ,